কবিতা গুচ্ছ

---- মুহাম্মদ সেলিম

প্রথম অধ্যায়

--- আমি ---

সূচিপএ

জীবন চক্র
পৌরুষের খাদ্য
নক্ষএ আর আমি
আমার ভালবাসা
আমার সৃষ্টি
আমি
আমার বিশ্বাস
বিলাস
আমার কবিতা
জন্মদিন ১
জন্মদিন ২
একা চলা

জীবন চক্র

জন্ম ; আকাশ , আলো , পৃথিবী , বৃহস্পতি , নক্ষএ ,
সূর্য্য , সন্ধ্যা মালতী , নতুন , আগমন ; নবজাতা ॥
কান্না , আর্তমনাথ , অধিকার , সংগ্রাম , বেড়ে উঠা ,
স্নেহ , মায়া , মমতা , মাতৃত্ব ; প্রথম কৈশোর ॥
সমাজ , সংসার , হিংস্রতা , চারপাশ , বাস্তবতা ,
মিথ্যা , অহঙ্কার , স্বার্থপরতা , নষ্ঠামি ॥
যৌবন , ক্ষুধা , ভাললাগা , ভালবাসা , আবেগ ,
চামেলী ফুল , শীতের কুয়াশা , কলমি লতা ,
জ্যোৎস্না , কাশফুলের বন , অপরানেহর রোদ্দুর , আনন্দ ,
নারীর স্পর্শ , কামনা , ঊষ্ণতা , ঝির ঝির বৃষ্টি ,
মিলন , পরিতৃপ্তি , সৃষ্টি , স্বপ্ন , প্রত্যাশা ॥
বাবা , দ্বায়িত্ব , সন্তান , পরিবার , অর্থ , বিদ্যা ,
মূল্যবোধ , অঙ্গীকার , সমাধান , পরিচিতি ,
বার্দ্ধক্য , ক্ষয় , একাকিত্ব , অনুশোচনা ,
সময় , দুর্বলতা , ইশ্বর , প্রার্থনা , ক্ষমা ॥

আকাশ , অনন্ত , অপরিসীম , মুক্তি , আত্তা ,
শান্তি , নিশ্চুপ -- বিনিদ্রিত অপরিসমাপ্তি ॥

পৌরুষের খাদ্য

পৌরুষের খাদ্য অতৃপ্তির আশ্চর্য্য
যা রক্তেতে সিক্ত, যৌবনে আসক্ত ॥
পৌরুষের খাদ্য প্রস্ফুতিত মাধুর্য্য
অঙ্কুরিত কুমারীর সদ্য সত্বীত্ব ॥

পৌরুষের খাদ্য - সংকীর্ণতায় আবর্ত
যেথায় কলুষিত মজ্জুরণে সত্ত্বা বিকৃত ॥
পৌরুষের খাদ্য আদম্য আগ্রহ
সীমাহীন অনন্তে বিচরণে মগ্ন ॥

পৌরুষের খাদ্য উল্লাসিত আনন্দ
দুঃখের দ্রারিদ্রতা সবলতায় উপেক্ষিত ॥
পৌরুষের খাদ্য প্রাচীনতায় অনভস্ত
তাই নব নব জাগরণে, নব ভূ-লয় সৃষ্ট ॥

পৌরুষের খাদ্য, নারীর সান্নিধ্যে কোমল স্পর্শ
যখন অর্নিমল আনন্দে দু'জনায় তৃপ্ত ॥
পৌরুষের খাদ্য যুগ-যুগান্ত
নারী ও নারীপ্রেমের কামনাতে লিপ্ত ॥

নক্ষএ আর আমি

আঁধার ঘনিয়ে এলে নিজেকে শূণ্য মনে হয়,
জীবনের মূল্যটুকু তাই বিলীন হয়ে যায়।
জগৎ, সংসার , অর্থ, ভাললাগা, ভালবাসা - সবই ছিল,
বৃথা কাঁন্নার আবেগে জড়িয়ে সবই হারাতে হলো আজ ॥

আঁধারের উজ্জ্বলতায় সিক্ত হয়ে, জগৎ-কে তাই হারাতে চাই
চাই - প্রিয়ার সিগ্ধ হাতের সৌরভটুকু ব্যাথার আবেগে ভাসাতে
- দূর নক্ষএের ব্যাথার সাথে ॥

নক্ষএ আর আমি -
দুই পুরুষ দুই প্রান্তে দাড়িয়ে সমব্যাথীত আজ ;
নক্ষএ তার উজ্জ্বলতাকে নিয়ে ব্যাথীত ;
আর আমি ব্যাথীত - নিমজ্জিত হয়ে আঁধারের গভীরতায়,
- খুঁজে বেড়াচ্ছি প্রিয়ার সুমিষ্ট অধরের উষ্ণতা,
- গভীর নিশ্বাসে তার তপ্ত হাওয়া,
- তার কসুমিত তনুর তৃপ্ত স্পর্শ ॥

হায় নক্ষএ ; হায় সুপুরুষ ;
নক্ষএ নক্ষএের দোষে মৃত সব নিহারিকা লয়ে গড়ে তোলে কালো আধাঁর
আর, আমি সেই আঁধারের মাঝে খুঁজে বেড়াই -
প্রিয়ার রেখে যাওয়া একটুকরো আলোর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ॥

আমার ভালবাসা

রাত্রিতে ভালবাসা,
শত ভাষা , কত আশা।
ভোরের ঊষাকালে
উড়িবার হ'ইল প্রত্যাশা॥

মধ্যাহ্নে, দিনমণি স্বর্গচূড়ী
আধারেতে তাই ডুবাইয়া বাসা,
সায়াহ্নের সন্ধিকালে
জাগে কেন অতৃপ্তির পিপাসা॥

দিন যায় রাত্রি আসে
বৎসর লগ্নে হতাশা,
আমি কী বৃথা'ই ছুটেছি
পাইবার তরে ভালবাসা॥

আমার সৃষ্টি

আকাশে আমার ভালবাসা,
আকাশে আমার শান্তি ;
সারা রাত্রি জুড়ে জেগে থাকা -
তোমার স্পর্শে প্রশান্তি ॥

সাগরের তটে ঢেউ,
নোনা জলেতে ক্লান্তি ;
আমার অশ্রু'র বারিধারা -
তোমার আগমনে ক্ষ্যান্তি ॥

পাহাড়ের চূড়ায় তুষার,
তুষারের তনুতে তৃপ্তি ;
তোমার অধরের হাসিরেখা -
আমার যৌবনের আসক্তি ॥

মেঘের কোলে অস্থিরতা,
মেঘের আড়ালে বৃষ্টি ;
আমার সত্ত্বা'র তুমিতে -
করেছে, আমায় নব সৃষ্টি ॥

আমি

আমি শান্তিতে বিশ্বাসী, কিন্তু ধ্বংসের স্বপ্নতে বিভোড়,
তাই ফুল ভালোবাসিয়া আমি রক্ত পানে তৃষ্ণা মিটাই।
দারিদ্রতা আমাকে কাঁদায়, তাই নোংরা-দরিদ্রদের আমি ধ্বংস করি।
মূর্খতা আমাকে হাসায়, কিন্তু সে আমার সঙ্গী নয়।
বন্ধুত্ব যদিও আত্ত্বার উজ্জলতা, কিন্তু আমি বন্ধুদের ঘৃণা করি।
প্রেয়সী আমাকে সর্বোচচ সুখী করে -
যদিও আমি তাকে হত্যা করিব বিশ্বাস ভাঙ্গার অপরাধে॥

আমার বিশ্বাস

আমি বিশ্বাস করি, যা আমাকে বিশ্বাস করতে হয় ;
তাই আমি বিশ্বাস করি বাস্তবতাকে॥
আমি বিশ্বাস করি, আমার আত্ত্বার সত্ত্বাকে ;
আমি বিশ্বাস করি, আমার অনুভূতিকে ;
আমি বিশ্বাস করি, সময়ের স্থিতিশীলতাকে ;
আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বিশ্বাসকে ;
আমি বিশ্বাস করি, জাগতিকতা আমাকে যা বিশ্বাস করায় ;
এবং
আমি বিশ্বাস করি, আমি এক ইশ্বর॥

বিলাস

বিলাস আমি বৈলাসিক উল্লাসে;
বিলাস আমি বিলাসিকতার সগৌরবে ॥
বিলাস আমি বিসজনের উর্ধাকাশে ,
বিলাস আমি বৈজয়ন্তীর উপহাসে ॥
বিলাস আমি বিন্দু দেবীর বৃদ্ধ কেশে;
বিলাস আমি বিদ্যা দেবের বৃষ্ণ সেজে ॥

আমার কবিতা

কবিতায় আমার ভালবাসা,
কবিতায় আমার যন্ত্রণা।
কবিতায় আমার আমি ;
কবিতায় আমার আনন্দ ॥
কবিতায় আমার স্বপ্ন,
কবিতায় আমার আত্তা।
আমি এক কবিতা -
আমি এক কবি ॥

জন্মদিন ১

বার বার যেন আসি ফিরে ,
এই শুভক্ষণে ; তোমারই জন্মদিনে ॥
থাকিও দ্বার খুলে ॥
উন্মুক্ত প্রান্তর , দাঁড়ায়ে তার ' উপর ;
তপস্য সাধিব তোমার ॥
দেবী ; তুমি যুগ যুগ জিও ,
যুগ যুগ বেঁচে রও -
এ সাধনা যে আমার ॥

জন্মদিন ২

আকাশ পৃথিবীকে হেসে হেসে ,
বিষন্ন এক বিকেলের শেষে ,
বলছে - শুভ জন্মদিন ॥
বেদনা ভুলে গিয়ে , সৌরভে ছেঁয়ে যাক ;
পৃথিবী এই শুভ দিন , ক্ষণে ক্ষণে ফিরে পাক।
- আকাশের শুভেচ্ছা নিও চিরদিন ॥

একা চলা

বিজনে চাহিয়া অশ্রুজল ফেলিয়া
ডাকিয়া তাহারে বলি ,
সুন্দর সকাল ভোরে ডাকা পাখি
সাক্ষী রাখিয়া এবার আমি চলি ॥

পথ আমার অন্য প্রান্তরে
কুয়াশায় ঢাকা চারিপাশ
তোমার কিরণ না পাইয়া অন্তরে
একা চলিবার এই অভিলাস ॥

ক্ষণিকের তরে থাকিয়া নিশ্চুপ
উপরেতে রাখিয়া আকাশ
সঙ্গী করে ধূলো মাখা পথ
বিধাতাতে হইয়া হতাশ।